দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JUL 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 6

বর্তমান সময়ের সেরা পণ্য শিক্ষা

শামীম সুলতানা

'শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড', 'যে জাতি যত বেশি শিক্ষিত সে জাতি তত বেশি উন্নত', 'শিক্ষাই আলো', 'বিদ্যা মূল্যবান সম্পদ' ইত্যাদি বাক্য শুনে শুনে বড় হয়েছি। জেনেছি ও মেনেছি—শিক্ষা হলো এমন এক আলো যা আমাদের মনের দিগন্ত থেকে সকল আঁধার দূর করে দেয়। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, সেই শিক্ষাই বর্তমান সময়ে সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্য! ব্যবসার প্রধান সামগ্রী আমাদের কোমলমতি সন্তান!

বর্তমান সময়ে শিক্ষা শুধুমাত্র কোচিং সেন্টারের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর স্কুল হলো শিক্ষকদের কোচিং সেন্টারের বিজ্ঞাপন-স্থল। শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে যান, নাম ডাকেন ঠিকই; কিন্তু ছাত্র উপস্থিত কি অনুপস্থিত সেটা দেখার সময় নাই। উপস্থিত থাকা ছাত্রছাত্রীকেও অনুপস্থিত দেখিয়ে অভিভাবকের ফোনে পাঠানো হয় অনুপস্থিতির এসএমএস। শহরের সেরা স্কুলের আশপাশে শিক্ষকদের বাসা এবং বিপণিবিতানের এক সার্টারের দোকানঘরগুলো হলো কোচিং সেন্টার। এক সার্টার বা ছোট্ট একটি কক্ষে এক ব্যাচের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫০-৬০ জন। সেখানে হোয়াইট বোর্ড, মার্কার, ডাস্টার থাকলেও সেগুলো পড়ালেখার কোনো কাজে ব্যবহৃত হয় না। সেখানে বেশিরভাগ সময়ে লেখা থাকে টিউশন ফি, পরীক্ষার ফি, শিট প্রদানের বিল ইত্যাদি পরিশোধের তাগিদ। কোচিং সেন্টারে পড়ালেখার নামে বাচ্চাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় শুধুমাত্র একটি শিট। বাচ্চারা সেটা বুঝল কি বুঝল না সেটা নিয়ে শিক্ষক মহাশয়ের কোনো রকম মাথাব্যথা নেই।

কোচিংয়ে ভর্তি বিষয়ে নজর দেওয়া যাক। কোনো কোনো শিক্ষকের কাছে ঠিক এক বছর আগে এক মাসের সমপরিমাণ টিউশন ফি দিয়ে ভর্তি হয়ে থাকতে হয়। আবার কারো কারো ক্ষেত্রে ভর্তি ফি, টার্ম ফি, টিউশন ফি একসঙ্গে দিয়ে ভর্তি হতে হয়। এরপর কোচিংয়ের শিট পড়ানোর জন্য বাসায় রাখতে হয় প্রাইভেট টিউটর! এখন কথা হলো—যাঁদের আয় সীমিত এবং সন্তানও একাধিক, তাঁরা এক সন্তানের পেছনে আয়ের সিংহভাগ খরচ করে ফেললে বাকি সন্তান ও পরিবারের যাবতীয় খরচ কিভাবে মেটাবেন?

বার্ট্রান্ড রাসেলের মতে, 'শিক্ষকরা সভ্যতার অভিভাবক।' তিনি কি এই শিক্ষক এবং এমন সভ্যতার কথাই বলেছেন? দেশের সেরা সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কম খরচে পড়াতে এসে যদি এমন ব্যবসায়ী শিক্ষকদের হাতে সন্তানকে পণ্য হিসেবে জিম্মি করে তুলে দিতে হয়—তবে এ দেশের ভবিষ্যৎ কী?

শুনেছি আগেকার দিনে শিক্ষকদের সফলতা নির্ভর করত ব্যক্তিগত দক্ষতার ওপর। নিজেদের সাবলীল পাঠদান এবং মহত্ত্বের কারণে তাঁরা ছাত্রদের হৃদয়ে শ্রদ্ধার আসনে আসীন হতেন। ছাত্র পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হতো না, যেমন ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন হয় আজকালকের শিক্ষকদের।

অ্যারিস্টটল বলেছেন, 'যাঁরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেন তাঁরা পিতামাতার চাইতেও বেশি সম্মানিত, কারণ তাঁরা তাদেরকে জীবন দেন এবং শিক্ষকগণ তাদেরকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ দেখান।' এমন দিন কি আসবে আমাদের সন্তানদের জীবনে? পণ্য হিসেবে জিম্মিদশা থেকে আদৌ কি তারা মুক্তি পাবে?

ঢাকা